গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥

যে জন ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়াও দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি ভাগবতমধ্যে শ্রেষ্ঠ। দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা না করিবার কারণ—চোখে যাহা দেখা যায়, কানে যাহা শুনা যায়, হাতে যাহা ধরা যায় ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুমাত্রেই শ্রীবিষ্ণুর মায়াশক্তির কার্য্য। অতএব, ইহার মধ্যে হেয় বা উপাদেয় বুদ্ধি করিবার কিছুই নাই। যেমন—এক মাটি উপাদানে গঠিত ঘট, দীপ, দীপাধারে উপাদানগত পার্থক্য নাই, তেমনি মায়াময় বিশ্বে কোন স্থানে হেয় বা উপাদেয় বুদ্ধি করিবার নাই ; কারণ সকলই মায়াময়। ১৯১॥

উত্তম ভাগবত পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে শ্রীভগবানে চিত্তের আবেশ থাকায় ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়াও তাহাতে আবিষ্ট হয়েন না। এই বিশ্ব বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বিলাস বলিয়া অত্যন্ত হেয়। এ লক্ষণেও কায়িক ও মানস চেষ্টা এবং মানসভাবের সাঙ্কর্য্য আছে। ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বিষয় গ্রহণ করেন, এটি কায়িক চেষ্টা ; আর সব বিশ্ব মায়াময়, এই ভাবনাটি মানসভাব। অনন্তর কেবল মানসচিহ্ন দ্বারা মহাভাগবতকে পরিচয় করাইতেছেন। এই প্রকরণের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত মহাভাগবতের লক্ষণই প্রকাশ করা হইবে। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির ধর্ম্ম জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা, পরিশ্রম প্রভৃতি সংসারধর্ম্মে যে জন শ্রীহরিস্মৃতি প্রভাবে বিমুগ্ধ হয় না, সেইজন ভাগবতশ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবদ্গীতাতেও উল্লেখ আছে—

যেষান্ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাং।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥

যে সকল পুণ্যকর্ম্মা মানবের সর্ব্বপ্রকার পাপ দূরীভূত হইয়াছে, সেই সকল মানব জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, ভয়, শীত, গ্রীষ্ম, মান, অপমান, জয়, পরাজয়, সুখ, দুঃখ, প্রভৃতি দ্বন্দ্বধর্ম্ম হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া গাঢ় সংকল্পে আমাকে ভজনা করিয়া থাকে। এই প্রমাণে শ্রীহরিস্মৃতিপ্রভাবে ভক্ত যে দ্বন্দ্বধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া শ্রীভগবানকে ভজন করিয়া থাকেন, তাহাই দেখান হইয়াছে।

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥